ch05-061.qxd 1/20/2007 10:16 PM Page 36

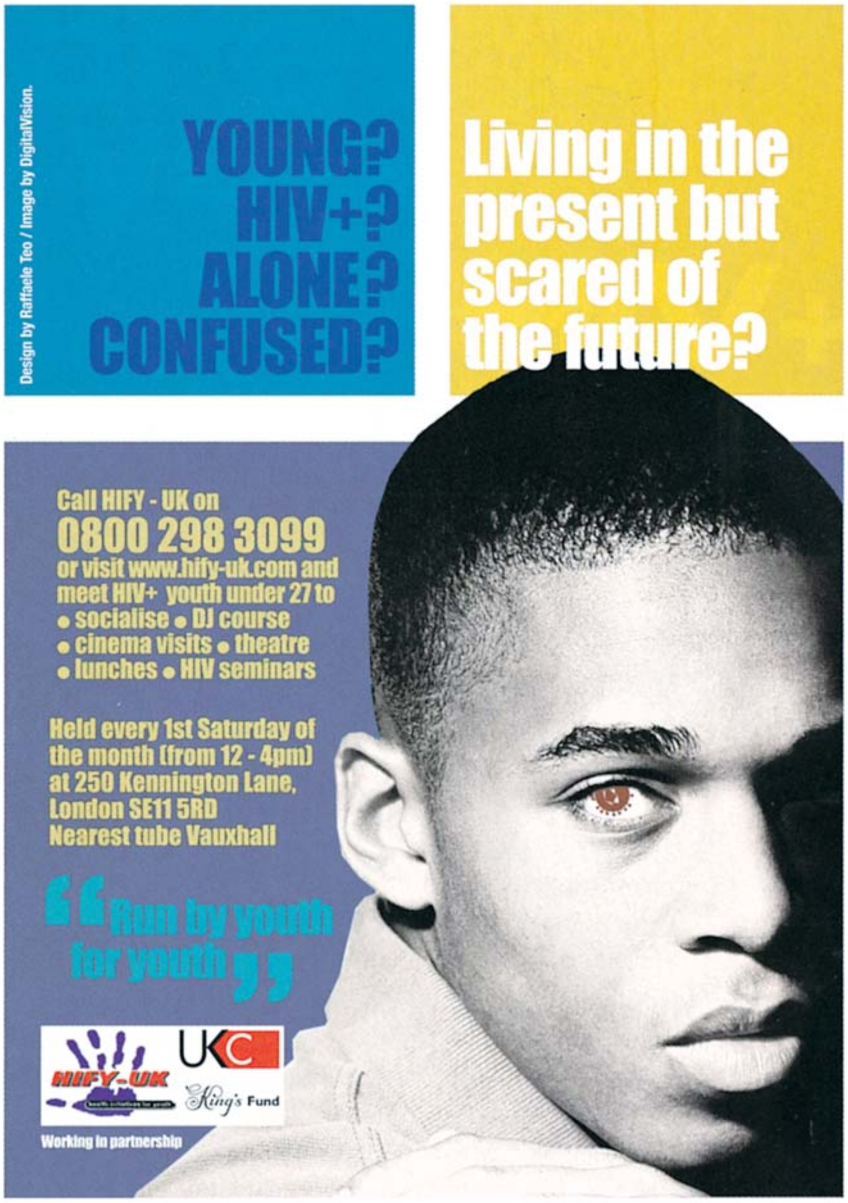

5

এইচ আই ভি / এইডস্
মিডিয়া ম্যানুয়াল
ইণ্ডিয়া ২০০৭

বিপদজনক পথে বাচ্চারা

UNAIDS পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীতে ১৫ বছরের কম বয়সী ২.৩ মিলিয়ন ছেলেমেয়েরা HIV-তে আক্রান্ত। এদের মধ্যে আজ অধিকাংশই জন্ম থেকেই আক্রান্ত এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগেই মারা যাবে। ২০০৫ সালে ৫,৭০,০০০ এইচ আই ভি পজিটিভ ছেলেমেয়েদের মৃত্যু হয়েছে।

পরি সংখ্যানে এইচ আই ভি সংক্রামিত ছোট ছেলে মেয়েদের সংখ্যা ভারতবর্ষে সীমিত। তবুও এর মধ্যে সংখ্যার কম বেশি হয়ে দাঁড়ায় ১,০০,০০০ থেকে ২,০২০০০১ ভারতে প্রতি বছরে প্রায় ২৩,০০০ ছেলে মেয়েরা এইচ আই ভি পজিটিভ নিয়েই জন্মায় এবং প্রতি বছরে ১১০০০ ছেলেমেয়ের মৃত্যু হয়।

একটি গবেষণার দ্বারা সংঘাতিক তথ্য আমাদের সামনে এসেছে। বলা হচ্ছে নতুন HIV সংক্রামণের শতকরা ৫০ ভাগই অনুর্দ্ধ ২৫ বছরের মহিলা ও পুরুষ।

শীঘ্রই ভারতে যুবাদের কেন্দ্র করে এ HIV মহামারী আবার বীভৎস রূপধারণ করবে।

'নৈতিক সংখ্যা গরিষ্ঠ ব্যক্তিরা যারা মধ্যযুগীয় ভাষার মাধ্যমে AIDS কি আমাদের বোঝাচ্ছে এবং উগ্র বামপন্থীরা যারা AIDS কে একটি ভীষণ চক্রান্ত প্রমাণিত করতে চাইছে। দুপক্ষেই AIDS এর একটি রাজনৈতিক ব্যাখা করছে। ধরে নিচ্ছি AIDS এর কারণ একটি জীবানু, কোন ঈশ্বরের অভিশাপ না অথবা CIA এর কোন চক্রান্ত না। তবু এটা পরিস্কার যে AIDS বিষয়টাকে নিয়ে যেভাবে ভাবা বোঝা, গবেষণা অথবা অর্থকরী সংস্থান হয়ে এসেছে তাতে AIDS যে অবশ্যই একটা রাজনীতিক অসুখ তাতে কোন সন্দেহ নেই'

— ডেনিস অল্টমেন

অস্ট্রেলিয়ান সমকামী অধিকারের পরিচালক

মা বাবার থেকে সন্তানের শরীরে এই জীবানুর প্রবেশ ছাড়াও ছেলেমেয়েদের মধ্যে রোগ প্রবেশের অন্য কারণও আছে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি নীচে দেওয়া হল।

- অনেক কিশোরী বিয়ের আগেই যৌন কর্মে লিপ্ত হয়, ১২ বছর বয়সের আগেই এইগুলি ধরা হয়নি।

- অল্প বয়সে যৌন অভিজ্ঞতা হবার জন্য যৌন রোগও গুপ্ত রোগের সঞ্চার খুব বেশী।

- ভারতে যৌনশিক্ষা বিতরণের ব্যবস্থা নেই। ছেলেমেয়েদের HIV/AIDS সম্বন্ধে কোন সচেতনতা নেই। মেয়েদের ক্ষেত্রেও এ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই। ছেলেদের মধ্যে আবার ভ্রান্ত ধারণা স্কুলেও বাচ্চারা HIV সম্পর্কিত শিক্ষা খুবই কম পায়।

- বাচ্চারা সাধারণত যৌন রোগ অথবা গুপ্তরোগ হলে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে যায় না, আবার স্বাস্থ্য কেন্দ্র যা আছে তা কিশোরদের এইসব সমস্যার কোন সমাধান করে না।

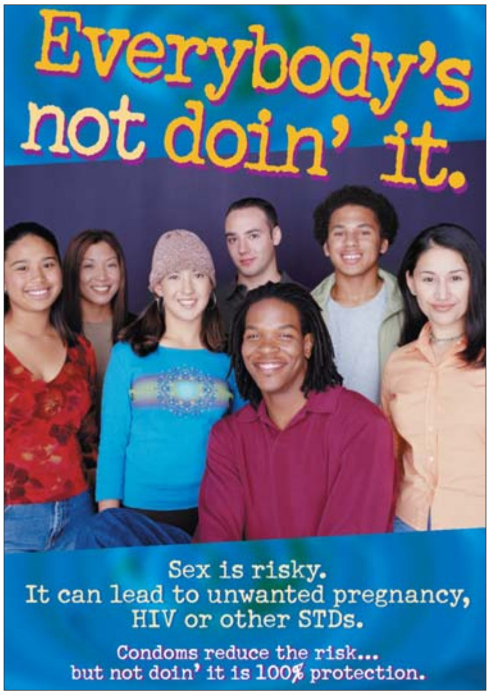

State of New York Department of Health

- পথ শিশু এবং শিশু শ্রমিকরা প্রায়ই যৌন নিপীড়ন এবং প্রতারণার শিকার হয়। কেউ কেউ আবার নিছকই বন্ধুত্বের কারণে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছে, এমন উদাহরণ অনেক। এইসব ছেলেমেয়েদের পরিবারের সাথে কোন যোগাযোগ নেই। স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলির কোন সহযোগিতাই পায় না। প্রায়ই কিশোরীরা মাদকাসক্ত হয় এবং বাধ্য হয়েই চাহিদা মেটাবার জন্য গণিকা বৃত্তি গ্রহণ করে।

- কিছু কিছু কিশোরেরা মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে নিছক আনন্দের জন্য।

বিশেষ সমস্যা

১) ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের চিকিৎসা বা যত্নের ব্যাপারে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমতঃ অনেক ছেলে মেয়েরাই এইচ আই ভি পজিটিভ নিয়েই জন্ম গ্রহণ করে। তাদের মায়েরা সন্তান জন্মের সময়ে কোন চিকিৎসা বা পরীক্ষা করার সুযোগই পায় না। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় শতকরা ১০ ভাগই HIV পজিটিভ গর্ভবতী মায়েরা ডাক্তারের নির্দেশ মত anti retroviral চিকিৎসায় উপকৃত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে এই সংখ্যা মাত্র ১৫% এই চিকিৎসার দ্বারা মায়ের থেকে শিশুর শরীরে রোগ জীবানু প্রবেশ নিবারণ করে সংক্রামণ রোধ করতে পারে।

২) মা যদি HIV পজিটিভ থাকে, তাহলে বাচ্চার ১৮ মাস বয়স হওয়ার আগে তার কোন পরীক্ষা হয় না। কারণ মায়ের শরীরের এ্যান্টিবডি বাচ্চার শরীরে থাকার দরুণ বয়স্কদের জন্য যে এ্যান্টিবডি পরীক্ষা করা হয় সেটার ফলাফল ভুল আসবে। ভাইরোলজিক্যাল পরীক্ষা দ্বারা যদিও HIV র অবস্থিতি বোঝা যায় তা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং সব জায়গায় পাওয়া যায় না। ধরা হচ্ছে যে HIV পজিটিভ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করা বাচ্চাদের মধ্যে পৃথিবীর

Positive Women's Network

অর্দ্ধেকই দুবছরের মধ্যেই মারা যায়। আর একটি বড় সম্যসা শিশুদের জন্য ART পাওয়ার অভাব। শিশুদের জন্য তৈরী অনেক ওষুধের দাম প্রাপ্ত বয়স্কদের ওষুধের চেয়ে দশগুন বেশি তাছাড়া শিশুদের উপযোগী এই ওষুধ সর্বত্র পাওয়া যায়না। আর্ন্তজাতিক ওষুধের কোম্পানি গুলিতেও এ ওষুধের দাম আকাশ ছোঁয়া।

ছোটদের জন্য প্রয়োজন কম মাত্রা এবং সিরাপ আকারে। কিন্তু ভারতে এই ওষুধ পাওয়াই এক বড় সমস্যা। সরকার ART কেন্দ্র চালাচ্ছে কিন্তু ২০০৬ পর্যন্ত শিশুদের জন্য এ ওষুধের সরবরাহ মেই।

কলঙ্ক এবং প্রভেদ

ভারতের বহু পরিচিত এইড্স আক্রান্ত অনাথ, কেরালার দুই ভাই বোন বেনসন আর বেনসি। অনেক বছর ধরে তারা একটা কলঙ্কের উদাহরণ। প্রভেদ আর অর্ন্তমুখী হবার ছায়া তাদের মুখে ।তারা কেরালার HIV পজিটিভ বাবা মায়ের সন্তান। খুব কম দিনের পার্থক্যে বাবা মায়ের মৃত্যু হয়েছে। দুই ভাই তাদের মায়ের বাবা মায়ের কাছেই প্রতিপালিত।

২০০০ সালে তারা মিডিয়ার আলোতে এসেছিল। যখন তাদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যাপারটা একটা জাতীয় প্রশ্নবোধক চিহ্ন ছিল। পাঁচটা স্কুল তাদের ভর্তি করতে অস্বীকার করে। কারণ তারা ছিল HIV পজিটিভ। তখন কেরালার মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন A. K. Antony তাঁর মধ্যস্থতায় তারা কোলাম এর একটি সরকারী স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য ছাত্রদের বাবা মায়েরা প্রতিবাদ জানিয়েছিল এবং তাদের ছেলেমেয়েদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। শেষ

উইলসন থোক্কোম

আমার বাবা

আমি আমার বাবাকে খুব ভালবাসি
আমি তাকে খুব হারাই
আমার বয়স পাঁচ বছর
আমার বাবা যখন মারা যান
আমি আমার বাবার সাথে দেখা করতে চাই
একদিন আমার মা বলেছেন তিনি মৃত
আমার কান্না পেয়েছিল
সেই সময়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি
আমি কোন ধরণের ওষুধে আসক্ত হবনা -

আমি তাকে কোথাও দেখতে পাইনা
আমি মরে যাওয়া পর্যন্ত ভুলতে পারব না
আমি সব সময়ে মনে করি
আমি অপেক্ষা করছি সেই দিনের জন্য
আমার বাবা আসবে
এখন আমি আমার মায়ের সাথে থাকি
মা আমার যত্ন করে, আমাকে ভালবাসে
আমি আমার বাবা এবং মাকে ভালবাসি।

এই কবিতাটি উইলসন তার বাবার জন্য লিখেছে। তার বাবা এইড্স সম্পর্কিত অসুস্থতায় মারা গেছে। উইলসনের এখন ১২ বছর বয়স। কোন ক্লাসে পড়ছে?

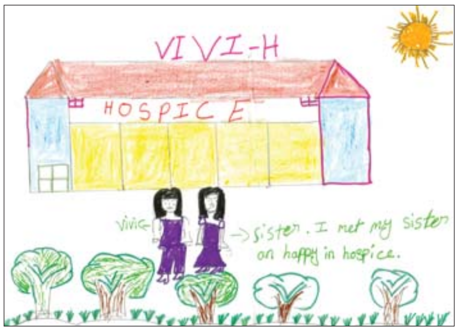

Positive Women's Network

ch05-061.qxd 1/20/2007 10:23 PM Page 40

পর্যন্ত ঠিক হল বেনসি আর বেনসন রাষ্ট্রীয় সরকারের খরচে বাড়িতেই পড়াশুনা করবে। তখন থেকে বেনসি আর বেনসন ভারতের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেছে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে অতিথি হয়েছে এবং অভিনেতা রিচার্ড গেরির সঙ্গেও দেখা করেছে। অক্টোবর ২০০৬। বেনসির বয়স ১৩ বছর আর বেনসনের ১১। এক সঙ্গে তাদের জন্মদিন পালিত হল কোলামে।

লক্ষ লক্ষ এইড্স আক্রান্ত অনাথদের কথা খুব কম লোকেই জানে। মীমাংসার তালিকায়ও নিরুৎসাহিত হতে হয়। এরা সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, অর্থনৈতিক অনিশ্চিয়তা সম্পত্তির অধিকার, উত্তরাধিকার বঞ্চিত, অশিক্ষা, অপুষ্টির শিকার। অসুস্থতা, যৌন নিপীড়ন এদের সঙ্গী। এরা পরিবার এবং সম্প্রদায় থেকে বিতাড়িত। কখনও এরা এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় তাতে এদের ঝুঁকি আরও বেড়ে যায় - অক্টোবর ২০০৬ এর রয়টারে রিপোর্টে দেখা যায় দুজন HIV পজিটিভ ছেলেকে জোর করে গুজরাটের কুচের আর্জ সমাজ অনাথ আশ্রম ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। অন্যদের কাছে তারা ছিল অস্পৃশ্য। এইড্স আক্রান্তদের সাথে বসবাসকারী সেবা কর্মীরা এসে ৬ এবং ৯ বছরের ছেলে দুটিকে সাহায্য করে।

ভারতে এইড্স আক্রান্ত অনাথের সংখ্যা গণণায় নেই। তবে ২০০৩ সালের বিশ্ব ব্যাঙ্কের এক সংক্ষিপ্ত সমাচারে জানা যায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে ভারতেই আছে এইড্স আক্রান্তের বৃহত্তম সংখ্যা। এই সংখ্যা আগামী পাঁচ বছরে বেড়ে দ্বিগুন হবে এবং ২০২০ বা ২০৩০ সালে অনাথের সংখ্যার স্থান উচ্চতম হবে। রোগ সংক্রামণ এবং রোগ প্রকাশের অর্ন্তবর্তী সময়ের এবং লক্ষণের সূত্রপাতের মধ্যে দীর্ঘ সময় চলে গেলে মহামারির প্রভাব দীর্ঘ দিন চলবে। যদি নতুন সংক্রমনকে কিছুটা বশে আনা যায় তবুও।

www.unicef.org

ch05-061.qxd 1/20/2007 10:24 PM Page 41

সন্তানের জন্ম

এলানগো রামচন্দর আর আমি ২০০০ সালে বিয়ে করেছিলাম। আমাদের বাচ্চা হবার কোন সঠিক পরিকল্পনা ছিল না। আমরা দুজনেই জানতাম আমরা HIV পজিটিভ আমাদের বিস্তৃত পরিবারে অনেকেই একথা জানত না। অন্যান্য দম্পতির মত আমাদের পরিবারও আমাদের বাচ্চা হবার জন্য জোরাজুরি করতে লাগল। এলান গোর মা ও আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করত।

বিয়ের অল্পদিন পরেই এলান গো ঠিক করে ফেলল, একটা বাচ্চা চাই। আমরা ডঃ সতীশ এবং তার স্ত্রী ডঃ মমতার (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ) কাছে গেলাম।

এই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার জন্য। তাঁরা চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী আমাদের এই ইচ্ছায় বাধা দিলেন। আমাদের বাচ্চা HIV পজিটিভ হবে না এ কথা ডঃ সতীশ এবং ডঃ মমতা আমাদের নিশ্চিত করে বলতে পারলেন না। অনেকগুলি বৈঠকের পর তাঁরা বললেন, মায়ের দুধ খাওয়ার সাথে সাথেও বাচ্চার শরীরে রোগ জীবানু সংক্রামিত হয়। এবং বাচ্চার অভিভাবক কে হবে পরে তার অর্থকরী নিরাপত্তার ব্যবস্থা কি হবে সে বিষয়ে গভীর চিন্তা করতে বললেন।

আমরা আর একজন পরামর্শ দাতার কাছে গেলাম। আমি একটা বাচ্চা হওয়া নিয়ে খুবই বিব্রত বোধ করছিলাম। কিন্তু এলানগো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তার একটা বাচ্চা চাইই। আমি গর্ভবতী হলাম কিন্তু মানসিক ভাবে আমি একটা বাচ্চার জন্ম দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। এলানগো কে নিয়মিত আমাকে সঙ্গ দিতে বলা হয়েছিল অএবং আমি প্রতি সপ্তাহে পরামর্শ দাতার কাছে যেতাম।

এই পরিস্থিতি মেনে নিতে আমার অনেক দিন লাগল। কিন্তু পরে আমি মেনে নিলাম এবং দুজনে বসে বাচ্চার ভবিষ্যত পরিকল্পনা করলাম। আমরা চিন্তা করলাম বাচ্চার অভিভাবক আমার মা বাবা ও বোন হবে। বাচ্চার জন্য বিমা করা সম্বন্ধে চিন্তা করলাম, অর্থকরী উন্নতির জন্যও ভাবনা চিন্তা করলাম।

তখন অর্থাৎ ২০০১ সালে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত কোন PPTCT ছিল না (যে পরিকল্পনায় মা বাবার শরীর থেকে সন্তানের শরীরে সংক্রামণ না হয়) তখন এটা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল। তারা পরীক্ষা চালাছিল AZT র বর্তমানে যা ব্যবহৃত হয় সেটা নয়। আমাকে আট সপ্তাহ ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। আমার সিজারিয়ান অপারেশন হল এবং তারপরে ধীরে ধীরে আমার পরিবারকে সব জানানো হল এবং আমি ঠিক করলাম আমি বাচ্চাকে স্তন পান করাব না।

ইহাথিন কিরণ ১৭ই নভেম্বর ২০০১ এ জন্ম। আমি প্রথমেই তাকে HIV পজিটিভ পরীক্ষা করাবার জন্য মনস্থির করলাম। সব ব্যাপারটাই একটা ভয়ের মধ্যেই কাটল। শেষে পরীক্ষার পরে ২০ দিন আমি রিপোর্ট নিতে যাইনি। কিন্তু ওর দ্বিতীয় জন্মদিনে আমি সকলকে বলতে পারলাম ওর শীরে রোগ সংক্রামন নেই।

HIV পজিটিভ আক্রান্ত অন্য দম্পতিদের আমার উপদেশ, যদি তোমাদের বাচ্চা থাকে তাহলে আর

UNIFEM

ঝুঁকি নিওনা। অসুরক্ষিত যৌন সংগ্রামে অনেক রকম ঝুঁকি থাকে যেমন ওষুধের কার্য্যকে প্রতিহত করে এমন জীবানু অন্যশরীরে প্রবেশ করতে পারে এবং Nevirapine যা কিনা PPTCT র অন্তর্গত চিকিৎসার একটি ওষুধ তারা ক্ষমতাকেও বিফল করতে পারে। যদি তোমার কোন সন্তান না থাকে যদি সত্যিই সন্তান চাও, অনুগ্রহ করে ডাক্তারের সাথে আলোচনা করে তার উপদেশ মেনে চল। আমি বলতে পারি ১০ জন HIV পজিটিভ দম্পতিকে আমি জানি এবং সবার বাচ্চাই নেগেটিঙ

আশা রামাইয়া